অথর্ববেদসংহিতা

পৃথিবী সূক্ত (Pṛthibi Suktā)

বৈদিক সাহিত্যে আমরা ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব—এই চারটি সংহিতাগ্রন্থ অর্থাৎ মন্ত্রের সমষ্টিমূলক সংকলনগ্রন্থ পাই। এগুলির মধ্যে বিষয়বস্তু ও ভাবের দিক দিয়ে বিচার করলে অন্যান্য সংহিতাগুলির থেকে অথর্বসংহিতার কিছুটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথম নজরেই যেটা চোখে পড়ে সেটা হলো এই সংহিতার লৌকিক চরিত্র। ঋগ্বেদের ঋষিগণের ভাবনায় প্রকৃতি মণ্ডিত হয়েছে অপ্রাকৃত মাহাত্ম্যে, আর অথর্বসংহিতার ঋষিগণ অপ্রাকৃত শক্তিকে লাগাতে চেয়েছেন মানবের ঐহিক স্বার্থসিদ্ধির কামনাপূরণে। অথর্ববেদের ঋষিগণের এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি অনেক সময়েই তাঁদের মাটির কাছাকাছি নামিয়ে এনেছে।

কিন্তু তাই বলে শুধু ঐহিক কামনাপূরণই অথর্ববেদের একমাত্র বিষয়বস্তু নয়। ভুক্তির কামনাকে ছাড়িয়ে মাঝে মাঝে অথর্ববেদের ঋষির কণ্ঠে আমরা শুনি অন্য সুর, অন্য বাণী। তখনই অথর্ববেদের আয়ুবর্ধক, পুষ্টিসম্পাদক কিংবা ইন্দ্রজাল-অভিচারমূলক মন্ত্রের পাশাপাশি আমরা আরও কিছু ব্যতিক্রমী মন্ত্র পাই যা ভাবসৌকর্যে এবং প্রকাশভঙ্গির ঋজুতায় ঋগ্বেদের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রগুলির চেয়ে কোনো অংশেই হীন নয়। এমনই একটি মন্ত্রসংকলন অথর্ববেদের দ্বাদশকাণ্ডের পৃথিবীসূক্তটি। ভাবসৌন্দর্যে সমৃদ্ধ এমন একটি অসাধারণ রচনা বৈদিকসাহিত্যে খুব কমই আছে।

বিচিত্ররূপিণী পৃথিবী আমাদের চিরকালের পরিচিত এক অন্তহীন বিস্ময়। তার সঙ্গে আমাদের নাড়ীর যোগ, তারই কোলে আমাদের জন্ম, তারই কোলে চিরবিশ্রাম। দেবতাকল্পনার ক্ষেত্রে তাই পৃথিবীর মহিমা বৈদিক ঋষিকবিদের চিত্তকে পদে পদে নাড়া দিয়েছে। জননী ধরিত্রীর সঙ্গে যুগ্মভাবে তাঁরা দ্যুলোককে পিতা বলে মেনে নিয়েছেন, প্রার্থনা জানিয়েছেন নন্দিত হওয়ার জন্য— "দ্যৌ পিতঃ পৃথিবি মাতরধ্রুগ্ অগ্নে ভ্রাতর্বসবো মৃলত নঃ" (ঋ. ৬।৫১।৫)।

দ্যুলোক এবং পৃথিবীলোককে বৈদিক ঋষিকবিরা দেখেছেন বিশ্বের আদি জনক-জননীরূপে। তাঁদের মিলনেই যেন সৃষ্টির আবির্ভাব, তাঁদের ক্রোড়েই সমস্ত সৃষ্টির লালনপালন। তাই তাঁদের অবিনাভাবসম্বন্ধকে বোঝাবার জন্য স্বামী-স্ত্রীরূপে কল্পনা। অনন্তকাল ধরে তাঁরা বর্তমান— 'ধ্রুবা দ্যৌঃ ধ্রুবা পৃথিবী'।

দ্যাবাপৃথিবীর এই অবিনাভাবসম্বন্ধের জন্যই সম্ভবতঃ প্রাচীন ঋষিরা দ্যৌ এবং পৃথিবীকে স্বতন্ত্র দেবতারূপে কল্পনা করতে চান নি। ঋগ্বেদে তাই আমরা স্বতন্ত্রভাবে দ্যৌস্পিতার বিশেষ কোনো বন্দনা পাই না। পৃথিবীমাতার-ও স্বতন্ত্রভাবে একটিমাত্র সূক্তে স্তুতি পাওয়া যায়। সে সূক্তটি-ও আবার মাত্র তিনটি ঋকে সম্পূর্ণ। কিন্তু স্বতন্ত্র স্তুতি বিশেষ পাওয়া না গেলে-ও ঋগ্বেদের ঋষিরা যে পৃথিবীর মহিমা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন একথা কখনোই বলা যায় না। অন্যান্য দেবতাদের বন্দনার ফাঁকে ফাঁকে তাঁরা অনেক সময়েই তাঁদের মর্ত্যমমতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে পৃথিবী বিস্তীর্ণা, মহতী, জগতের সুখদায়িনী, ঘৃতবতী, পয়স্বতী ও যজ্ঞবতী। পৃথিবীর মাতৃরূপের বর্ণনাতেই তাঁরা মুখর।

মানুষের জীবনে এবং মরণে-ও একমাত্র আশ্রয় পৃথিবী সকল জীবেরই জননীতুল্যা। বৈদিক ঋষি এই জননী পৃথিবীকেই শ্রেষ্ঠ বন্ধু বলে ঘোষণা করেছেন।

ঋগ্বেদের ঋষিদের পৃথিবীভাবনায় যা বীজাকারে ছিল, অথর্ববেদে তা-ই অঙ্কুরিত হয়ে তেষট্টিটি মন্ত্রে ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। দার্শনিক দৃষ্টির সঙ্গে এখানে মিশে গেছে কবির প্রকৃতিপ্রেম। পৃথিবীর নয়নগ্রাহ্য সৌন্দর্য এক অনন্তমহিমার ঈশারায় হয়ে উঠেছে তাৎপর্যবহ। ঋষি অথর্বার দৃষ্টিতে বিশ্বধাত্রী পৃথিবী এক পরম বিস্ময়। তিনি মহিমময়ী— ভূত ও ভবিষ্যতের নিয়ন্ত্রী। সত্য, বৃহৎ, ঋত, উগ্র, দীক্ষা, তপস্যা, ব্রহ্ম ও যজ্ঞ তাঁকে ধারণ করে আছে—

'সত্যং বৃহদৃতমুগ্রং দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তী'। (অ. বে. ১২।১।১)।

বিচিত্ররূপিণী এই পৃথিবী কোথাও সমতল, কোথাও বন্ধুর;এখানে রয়েছে নদী, পর্বত, সমুদ্র, উর্বর ভূমি, আরো কতো না প্রাণী। বিচিত্র ফলপ্রদ ওষধির আধার এই পৃথিবী। কতোভাবে জননী পৃথিবী থরথর স্পন্দিত প্রাণকে আপন বক্ষে সযত্নে লালন করছেন — যা বিভর্তি বহুধা প্রাণদ্ এজত্। (১২।১।৪)।

সৃষ্টির আদিকাল থেকে এই পৃথিবী বিশ্বধাত্রী, তিনি 'বিশ্বম্ভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা', তাঁর হিরণ্ময় বক্ষোদেশে সমগ্র জগতের আশ্রয়। তাঁরই গর্ভে জন্ম নিয়ে দ্বিপদ ও চতুষ্পদ সকল জীব তাঁরই উপরে বিচরণ করে ('তজ্জাতাস্ত্বয়ি চরন্তি মর্ত্যাস্ত্বং বিভর্ষি দ্বিপদস্ত্বং চতুষ্পদঃ' ১২।১।১২)। আমাদের পূর্ব পুরুষগণের সকল খ্যাতি-কীর্ত্তিকে ধারণ করে আছেন যে পৃথিবীমাতা, যাঁর প্রহরায় অসুরজয়ী দেবগণ নিত্য জাগরুক, সেই পৃথিবী তাঁর সন্তানদের জন্য তিমিরনাশক আলোকবীর্য ছড়িয়ে দেন। সৃষ্টির আদিতে যাঁর অবস্থিতি ছিল জলের অতলে, সেই পৃথিবীর অমৃতহৃদয় পরমব্যোমে সত্যের দ্বারা আবৃত —'যস্যাং হৃদয়ং পরমে ব্যোমন্ সত্যেনাবৃতমমৃতং পৃথিব্যাঃ'। দেবগণ সেবিত সেই ভূমি-মাতা পবিত্র যজ্ঞকর্মের শ্রেষ্ঠ বেদিতুল্য, সযত্নে রচিত শ্রেষ্ঠ হব্যাহুতির দ্বারা সেখানে দেব-মানবের মিলনক্ষেত্র রচিত হয়।

বিশ্বধাত্রী জননী পৃথিবী সকল দেবগণের পূজ্যা। অশ্বিনীদ্বয় তাঁর পরিমাপক। বিষ্ণু তাঁর ত্রিপাদ দ্বারা ত্রিলোককে অধিকার করবার সময় দ্বিতীয় পাদটি পৃথিবীতে স্থাপন করেছিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র যাঁর রক্ষাকর্মে সতত যুক্ত সেই ভূমিমাতা জননীর মতোই মাতৃদুগ্ধপানে বিশ্বচরাচরকে তৃপ্ত করছেন, পরিপুষ্ট করছেন।

গিরি-নদী-অরণ্যের দ্বারা সুরম্য এই পৃথিবীতে জীবজগতের অনন্ত প্রবাহ। পূর্বকালে যেমন এখনও তেমনি পৃথিবীই সকল প্রাণিগণের একাধারে জনয়িত্রী ও ধাত্রী। একদিকে তিনি কঠিন, সর্বংসহা — নুড়ি, পাথর, ধূলা, মাটি দিয়ে গড়া তাঁর শরীর, যেখানে বৃহৎ বনস্পতিরা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান থাকে। অন্যদিকে তিনি ক্ষমাময়ী — অন্নদাত্রী, পয়স্বিনী, শান্তিময়ী, সুগন্ধা। ভূমি-মায়েরই স্নেহচ্ছায়ায় মর্ত্যমানবের পুষ্টি, তাঁর অন্নকণায় প্রাণিগণের জীবন। পর্জন্যের অকৃপণ বর্ষণে সম্পদ্‌ময়ী পৃথিবী তাই কবিকল্পনায় পর্জন্যের স্ত্রী। জ্যোতির্ময় সূর্যের কিরণ-দাক্ষিণ্যে উজ্জ্বলা পৃথিবী দেব মিলনের মহাভূমি। মানুষ তার শ্রদ্ধাপ্রীতি দিয়ে দেবতাদের উদ্দেশ্যে হব্যরচনা করে এই মাটির পৃথিবীর বুকেই —'ভূম্যাং

দেবেভ্যো দদতি যজ্ঞং হব্যম্ অরংকৃতম্'। (১২।১।২২)। আর এই মাটির গন্ধে বিভোর হয়ে কবি চান সার্বজনীন প্রীতি—'তেন মা সুরভিং কৃণু মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন।।' (১২।১।২৪) যে ভূমি আমাদের মাতা এবং ধাত্রী সেই ভূমিকে আঘাত করবার কথা ঋষিকবি ভাবতে-ও পারেন না। যদি কখন-ও ভূমিখননের প্রয়োজন হয় তাহলে সে ক্ষয় যেন শীঘ্রই পূরণ হয়, এটাই ঋষি কবির একান্ত প্রার্থনা—

'যৎ তে ভূমে বিখনামি
ক্ষিপ্রং তদ্ অপি রোহতু।
মা তে মর্ম বিমৃগ্বরি
মা তে হৃদয়ম্ অর্পিষম্।। (১২।১।৩৫)

বিশ্বধাত্রী আমাদের পৃথিবীমাতা কোনো অর্থেই দীনা নন তিনি 'বসুমতী', তাঁর গর্ভে রয়েছে কতো চোখধাঁধাঁনো মহামূল্য মণি-রত্নের সম্ভার। ভালোবেসে ভূমি-জননী তাঁর সন্তানদের কাছে উজাড় করে দেন সেই ধন। কতো ভাষা কতো ধর্ম মানুষের, তবু মায়ের কোল থেকে কেউ বঞ্চি ত নয়। দুষ্ট কিংবা শিষ্ট সকলেরই আশ্রয় ভূমি মায়ের কোলে। অতলজলের গভীরতা থেকে কোন্ সুদূর অতীতে জননী পৃথিবী উঠে এসেছেন বিশ্ববিধাতৃর সৃষ্টিকে আপন বক্ষে ধারণ করবার জন্য। যুগে যুগে তিনি লালন করেছেন সমস্ত জীবজগৎকে — উঁচু-নীচু, ভাল-মন্দ, প্রধান-অপ্রধানের কোনো ভেদ না করেই। পৃথিবী মায়ের আশ্রয়পুষ্ট কবির তাই প্রার্থনা—হে স্বর্গসখী পৃথিবী, তুমি আমার আশ্রয়দাত্রী হও, সম্পদে ও শ্রীতে আমায় ভরিয়ে তোল—

সং বিদানা দিবা কবে
শ্রিয়াং মা ধেহি ভূত্যাম্।। (অ. বে. ১২।১।৬৩)

505
VED PURAN

অথর্ববেদ

द्वादशं काण्डम्।

भूमिसूक्तम्

(পৃথিবীসূক্ত)

প্রথমা

सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति।

सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु ॥१॥

সংহিতাপাঠ ঃ

সত্যঃ বৃহদৃতমুগ্রং দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞ পৃথিবীং ধারয়ন্তি।
সা নো ভূতস্য ভব্যস্য পত্ন্যুরুং লোকং পৃথিবী নঃ কৃণোতু।।
১।।

পদপাঠ ঃ

সত্যম্ / বৃহৎ / ঋতম্ / উগ্রম্ / দীক্ষা / তপঃ/
ব্রহ্ম / যজ্ঞঃ / পৃথিবীম্ / ধারয়ন্তি/
সা / নঃ / ভূতস্য / ভব্যস্য / পত্নী /
উরুম্ / লোকম্ / পৃথিবী / নঃ / কৃণোতু।।

অন্বয় ঃ বৃহৎ সত্যম্ (বিশাল মহান সত্য), উগ্রম্ ঋতম্ (কঠোর শাশ্বত নিয়ম), দীক্ষা (সংকল্প), তপঃ (তপশ্চর্যা), ব্রহ্ম (প্রার্থনা), যজ্ঞঃ (এতে) পৃথিবীম্ (পৃথিবীকে) ধারয়ন্তি (ধারণ করে থাকে)। সা (সেই) নঃ (আমাদের) ভূতস্য (যা কিছু অতীত তার) ভব্যস্য (যা ভবিষ্যতে সম্ভাব্য তার) পত্নী (অধীশ্বরী) পৃথিবী (পৃথিবী) নঃ (আমাদের জন্য) উরুম্ (বিস্তৃত) লোকম্ (লোক) কৃণোতু (প্রদান করুন)।।

বঙ্গানুবাদ ঃ বৃহৎ (মহান) সত্য, উগ্র (বলবান) ঋত (শাশ্বত নিয়ম), দীক্ষা, তপঃ (তপশ্চর্যা), ব্রহ্ম (প্রার্থনা) এবং যজ্ঞ — এরা সকলে পৃথিবীকে ধারণ করে রয়েছে। অতীতে সংঘটিত এবং ভবিষ্যতে সম্ভাব্য যা কিছু তার অধীশ্বরী পৃথিবী আমাদের জন্য বিশাল (বিস্তৃত) লোক প্রদান করুন।।

Eng. Trans. : The great Truth, the strict Eternal law, the consecrating Rite, penance, prayer and sacrifice uphold the Earth. May she, the earth, the protector of our past and future, make this vast

space for us.

টিপ্পনী ঃ পত্নী = অধীশ্বরী, ঈশানী, নিয়ন্ত্রী ইত্যাদি অর্থ। ব্রহ্ম = বৈদিক সাহিত্যের শেষভাগে উপনিষদে ব্রহ্ম শব্দ সকল চৈতন্যের উৎস, বৃহত্তম সত্তাস্বরূপ পরব্রহ্মকে বোঝালেও প্রাথমিক যুগে ব্রহ্মশব্দের দ্বারা পবিত্র মন্ত্র বা প্রার্থনাকে বোঝানো হতো।

দ্বিতীয়া

असंबाधं बध्यतो मानवानां यस्याः उद्वतः प्रवतः समं बहु।
नानावीर्या ओषधीर्या बिभर्ति पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः ॥२॥

সংহিতাপাঠ ঃ

অসম্বাধং বধ্যতো মানবানাং যস্যাঃ উদ্বতঃ প্রবতঃ সমং বহু।
নানাবীর্য্যা ওষধীর্যা বিভর্ত্তি পৃথিবী নঃ প্রথতাং রাধ্যতাং নঃ।। ২।।

পদপাঠ ঃ

অসম্ঽবাধম্ / বধ্যতঃ / মানবানাম্ /
যস্যাঃ / উৎঽবতঃ / প্রঽবতঃ / সমম্ / বহু /
নানাঽবীর্যাঃ / ওষধীঃ / যা / বিভর্তি /
পৃথিবী / নঃ / প্রথতাম্ / রাধ্যতাম্ / নঃ।।

অন্বয় ঃ (যিনি) মানবানাম্ (মনুষ্যগণকে) অসংবাধম্ (না বেঁধে) বধ্যতঃ (বাঁধেন) যস্যাঃ (যে পৃথিবীর) (আকৃতিতে) উদ্বতঃ (চড়াই), প্রবতঃ (উৎরাই) সমম্ (সমতলভূমি) বহু (কতরকমের), যা (যিনি) নানাবীর্যাঃ (বিচিত্র বীর্যসম্পন্ন) ওষধীঃ (গাছপালা) বিভর্তি (ধারণ করেন) (সেই) পৃথিবী নঃ (আমাদের জন্য) প্রথতাম্ (বিস্তীর্ণা হোন) নঃ (আমাদের জন্য) রাধ্যতাম্ (সমৃদ্ধা হয়ে উঠুন)।।

Eng. Trans. : Who holds people (on her lap) without binding them, who has many high, low and plain levels, who bears plants enriched with many varied powers, may she, the earth, spread wide and become prosperous for us.

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি (যে পৃথিবী) না বেঁধেই মানবগণকে বাঁধেন, যাঁর (আকৃতিতে) চড়াই-উৎরাই-সমতলের কতো বৈচিত্র্য, যিনি ধারণ করেছেন কতো অসংখ্য শক্তিসম্পন্ন ওষধি, সেই পৃথিবী আমাদের কাছে বিস্তীর্ণা হোন এবং আমাদের জন্য (ধনধান্য পুষ্পে) সমৃদ্ধা হয়ে উঠুন।।

টিপ্পনী ঃ বধ্যতঃ = বধ্যতঃ-এর পরিবর্তে পাঠান্তর পাওয়া যায় 'মধ্যতঃ'। 'বধ্যতঃ'

এই পাঠে ব্যাকরণগত কিছু অসুবিধা আছে, কারণ শতৃপ্রত্যয়ান্ত এই পদের ষষ্ঠী একবচনে পুং লিঙ্গের রূপ না হয়ে স্ত্রীলিঙ্গে 'বধ্যন্ত্যাঃ' রূপ হওয়া উচিত ছিল। ব্যাকরণের এই ব্যত্যয়টুকু মেনে নিলে অর্থের দিক দিয়ে 'বধ্যতঃ' পাঠই সমীচীন মনে হয়। 'না বেঁধে-ও যিনি বেঁধে রাখেন' এর মধ্যে কাব্যসুলভ সূক্ষ্ম অর্থের ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়। তাছাড়া 'অসংবাধং বধ্যতঃ' এই বাক্যাংশে শব্দের ঝঙ্কার-ও শ্রুতিমধুর।

তৃতীয়া

यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापोयस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः।
यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत्सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु॥३॥

সংহিতাপাঠ ঃ

যস্যাং সমুদ্র উত সিন্ধুরাপো যস্যামন্নং কৃষ্টয়ঃ সম্বভূবুঃ।
যস্যামিদং জিন্বতি প্রাণদেজৎ সা নো ভূমিঃ পূর্ব্বপেয়ে দধাতু।। ৩।।

পদপাঠ ঃ

যস্যাম্ / সমুদ্রঃ / উত / সিন্ধুঃ / আপঃ /
যস্যাম্ / অন্নম্ / কৃষ্টয়ঃ / সম্ঽবভূবুঃ /
যস্যাম্ / ইদম্ / জিন্বতি / প্রাণৎ / এজৎ।
সা / নঃ / ভূমিঃ / পূর্বঽপেয়ে / দধাতু।।

অন্বয় ঃ যস্যাম্ (যে পৃথিবীতে) (রয়েছে) সমুদ্রঃ (সমুদ্র) সিন্ধুঃ (নদী) উত (আর) আপঃ (জল)। যস্যাম্ (যে পৃথিবীতে) অন্নম্ (ভক্ষ্যবস্তু) কৃষ্টয়ঃ (এবং কর্ষণকারী মনুষ্যগণ) সংবভূবুঃ (উৎপন্ন হয়েছে)। যস্যাম্ (যে পৃথিবীতে) ইদম্ (এই সব) প্রাণৎ (শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়াযুক্ত) এজৎ (কম্পনযুক্ত) (জীবজগৎ) জিন্বতি (স্পন্দিত হচ্ছে)। সা (সেই) ভূমিঃ (পৃথিবী) নঃ (আমাদের) পূর্বপেয়ে (প্রথমপানে বা প্রথম পানের আনন্দে) দধাতু (ধারণ করুন)।।

বঙ্গানুবাদ ঃ যে পৃথিবীতে রয়েছে সমুদ্র, নদী এবং জল, যেখানে শস্যাদি এবং কর্ষণকারী মানুষেরা সম্ভূত হয়, যেখানে প্রাণনশীল, কম্পনশীল এই সব কিছু স্পন্দিত হচ্ছে, সেই ভূমি আমাদের প্রথমপানে অর্থাৎ প্রথমপানের মতো নবীন আনন্দে প্রতিষ্ঠিত করুন।।

Eng. Trans. : In whom are the ocean, river and waters, in whom food and human beings are originated, on whom exists that which breathes and that which moves, may that Earth place us in the (blessings of) first drink.

টিপ্পনী ঃ কৃষ্টয়ঃ = নিঘণ্টুতে কৃষ্টিশব্দ মনুষ্যবাচক।

পূর্বপেয়ঃ = পূর্ব—প্রাচীন, প্রথম। 'পেয়' শব্দের অর্থ 'পান'। প্রাচীনদের মতো সোমপান বা সোমপানের আনন্দ, কিংবা প্রথম সোমপানের আনন্দ।

চতুর্থী

यस्याश्चतस्रः प्रदिशः पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः।
या बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत्सा नो भूमिर्गोष्वप्यन्ने दधातु ॥४॥

সংহিতাপাঠ ঃ

যস্যাশ্চতস্রঃ প্রদিশঃ পৃথিব্যা যস্যামন্নং কৃষ্টয়ঃ সম্বভূবুঃ।
যা বিভর্ত্তি বহুধা প্রাণদেজৎ সা নো ভূমির্গোষ্বপ্যন্নে দধাতু।। ৪।।

পদপাঠ ঃ

যস্যাঃ / চতস্রঃ / প্রऽদিশঃ / পৃথিব্যাঃ /
যস্যাম্ / অন্নম্ / কৃষ্টয়ঃ / সম্ऽবভূবুঃ /
যা / বিভর্ত্তি / বহুধা / প্রাণৎ / এজৎ /
সা / নঃ / ভূমিঃ / গোষু / অপি / অন্নে / দধাতু।।

অন্বয় ঃ যস্যাঃ (যে) পৃথিব্যাঃ (পৃথিবীর) চতস্রঃ (চারটি) প্রদিশঃ (দিক্) যস্যাম্ (যে পৃথিবীতে) অন্নম্ (শস্যাদি ভক্ষ্যবস্তু) কৃষ্টয়ঃ (কর্ষণকারী মনুষ্যগণ) সংবভূবুঃ (উৎপন্ন হয়েছে)। যা (যে পৃথিবী) বহুধা (বহুপ্রকারে) প্রাণৎ (প্রাণনশীল) এজৎ (কম্পনশীল) (সব কিছু) বিভর্তি (ধারণ করে আছে) সা (সেই পৃথিবী) নঃ (আমাদের) গোষু (গবাদি পশু) অন্নে (এবং অন্নে) দধাতু (প্রতিষ্ঠিত করুন)।।

বঙ্গানুবাদ ঃ যে পৃথিবীর চারটি দিক্‌বিদিক্, যে পৃথিবীতে অন্ন এবং মনুষ্যগণ (খাদ্য ও খাদক) উৎপন্ন হয়েছে, যে পৃথিবী কতোভাবে প্রাণনশীল ও কম্পনশীল সব কিছুকে ধারণ করে আছে, সেই পৃথিবী আমাদের গবাদি পশুতে এবং অন্নে প্রতিষ্ঠিত করুন।।

Eng. Trans. : That Earth, of whom are the four quarters, in whom food and human beings are originated, who holds in many forms the breathing and moving (creatures), may that Earth place us in cows and also in food.

টিপ্পনী ঃ গোষ্বপ্যন্নে = বৈদিক ঋষির এই প্রার্থনার মধ্যে কেউ কেউ উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী কবির রচনায় ঈশ্বরী পাটনীর প্রার্থনার পূর্বধ্বনি শুনতে চেয়েছেন — আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।

পঞ্চমী

यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवर्तयन्।
गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भगं वर्चः पृथिवी नो दधातु ॥५॥

সংহিতাপাঠঃ

যস্যাং পূর্ব্বে পূর্ব্বজনা বিচক্রিরে যস্যাং দেবা অসুরানভ্যবর্ত্তয়ন্।
গবামশ্বানাং বয়সশ্চ বিষ্ঠা ভগং বর্চ্চঃ পৃথিবী নো দধাতু।। ৫।।

পদপাঠঃ

যস্যাম্ / পূর্বে / পূর্বऽজনাঃ / বিऽচক্রিরে /
যস্যাম্ / দেবাঃ / অসুরান্ / অভিऽঅবর্তয়ন্ /
গবাম্ / অশ্বানাম্ / বয়সঃ / চ / বিऽস্থা /
ভগম্ / বর্চঃ / পৃথিবী / নঃ / দধাতু।।

অন্বয়ঃ পূর্বে (পূর্বকালে) যস্যাম্ (যে পৃথিবীতে) পূর্বজনাঃ (পূর্বপুরুষেরা) বিচক্রিরে (বিবিধ কর্মসম্পাদন করেছেন), যস্যাম্ (যে পৃথিবীতে) দেবা (দেবগণ) অসুরান্ (অসুরগণকে) অভ্যবর্তয়ন্ (বিতাড়িত, পরাজিত করেছেন)। (যে পৃথিবী) গবাম্ (গোরুগণের) অশ্বানাম্ (অশ্বগণের) বয়সঃ চ (এবং পক্ষিগণের) বিষ্ঠা (বিচিত্র অবস্থানভূমি) পৃথিবী (সেই পৃথিবী) নঃ (আমাদের) ভগম্ (সৌভাগ্যদায়ী) তেজঃ (আলোকচ্ছটায়) দধাতু (ধারণ করুন)।।

বঙ্গানুবাদঃ যে পৃথিবীতে প্রাচীনকালে পূর্বপুরুষগণ বিবিধ কর্মসম্পাদন করেছেন, যে পৃথিবীতে দেবগণ অসুরগণকে অভিবৃত্ত অর্থাৎ পরাজিত করেছেন, যে পৃথিবী গো, অশ্ব, পক্ষিগণের বিচিত্র আশ্রয়স্থান, সেই পৃথিবী আমাদের সৌভাগ্যদায়ী (অন্ধকারকে বিদীর্ণকারী) তেজঃপুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত করুন।।

Eng. Trans. : Oh whom, in days of yore, the ancestors performed various activities, on whom the gods turned down the demons, who is the wonderful residing-place of cows, horses and birds, may this Earth bestow on us fortune and lustre.

টিপ্পনীঃ পূর্বে — পূর্বকালে, প্রাচীনকালে। পূর্বশব্দের সপ্তমী-একবচন। বেদের ভাষায় সাধারণতঃ 'পূর্বে' পদটি পূর্বশব্দের প্রথমাবহুবচনান্তরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা— পূর্বে পিতরঃ, পূর্বে জনাসঃ ইত্যাদি। এখানে 'পূর্বজনাঃ' পদটি পরে থাকায় পূর্ববর্তী 'পূর্বে' পদটি সপ্তমী-একবচনান্তরূপেই গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় পুনরুক্তি হয়ে যাবে।

বিষ্ঠা— বি—√স্থা + কপ্রত্যয়, বি-শব্দের অর্থ বিবিধ বা বিচিত্র। স্থা-শব্দের অর্থ

স্থান। ষত্ব-বিধানের নিয়মানুযায়ী স্-এর ষ্-এ পরিবর্তন হয়েছে।

ষষ্ঠী

विश्वंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी।

वैश्वानरं बिभ्रती भूमिरग्निमिन्द्रऋषभा द्रविणे नो दधातु ॥६॥

সংহিতাপাঠঃ

বিশ্বম্ভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশনী।

বৈশ্বানরং বিভ্রতী ভূমিরগ্নিমিন্দ্রঋষভা দ্রবিণে নো দধাতু।। ৬।।

পদপাঠ ঃ

বিশ্বম্ঽভরা / বসুঽধানী / প্রতিঽস্থা /

হিরণ্যঽবক্ষা / জগতঃ / নিঽবেশনী /

বৈশ্বানরম্ / বিভ্রতী / ভূমিঃ / অগ্নিম্ /

ইন্দ্রঽঋষভা / দ্রবিণে / নঃ / দধাতু।।

অন্বয় ঃ বিশ্বম্ভরা (বিশ্বের ভরণপোষণকারিণী), বসুধানী (বসু অর্থাৎ ধনকে যিনি ধারণ করে আছেন), প্রতিষ্ঠা (সকলের আশ্রয়স্থল)। হিরণ্যবক্ষা (সোনার হৃদয়যুক্ত), জগতঃ নিবেশনী (জীবজগতের নিবাসস্থল), ইন্দ্রঋষভা (ইন্দ্রধেনু) ভূমিঃ (পৃথিবী) বৈশ্বানরম্ অগ্নিম্ (বিশ্বাত্মক অগ্নিকে) বিভ্রতী (ধারণপূর্বক) নঃ (আমাদের) দ্রবিণে (কাম্যধনে) দধাতু (প্রতিষ্ঠা দিন)।।

বঙ্গানুবাদ ঃ বিশ্বের ভরণপোষণকারিণী, বসুন্ধরা, সকলের আধারস্বরূপ, স্বর্ণহৃদয়া ধরিত্রী জীবজগতের নিবাসস্থল। বৈশ্বানর অগ্নিকে ধারণ করে ইন্দ্রঋষভা (ইন্দ্র যাঁর ঋষভ, ইন্দ্রধেনু) ভূমি আমাদের কাম্যধনে প্রতিষ্ঠিত করুন।।

Eng. Trans. : (Who is) the up-holder of all, the store of wealth, the standing-place, having golden breast and the resting place of the moving world; may this Earth, who bears the universal Agni and has Indra as her protector, place us in wealth.

টিপ্পনী ঃ বসুধানী — বসুন্ধরা, বসু শব্দের অর্থ 'ধন'। বসু—√ধা + ল্যুট্ + স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ = বসুধানী।

ইন্দ্রঋষভা— 'ঋষভ' শব্দের অর্থ 'বৃষ'। অন্যশব্দের সঙ্গে যুক্তভাবে শ্রেষ্ঠ অর্থও বোঝায়। এখানে 'বৃষ' শব্দের বর্ষণকারী অর্থ ধরলে 'প্রভূত বর্ষণস্নাতা ভূমি' — এরূপ অর্থও ধরা যায়।

বৈশ্বানরম্ = বৈশ্বানর সাধারণভাবে অগ্নির একটি নাম। আচার্য শাকপূণির মতে এই পার্থিব অগ্নিই বৈশ্বানর। যাস্ক তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থে বৈশ্বানর শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে বলেছেন— অগ্নি বিশ্বনরের নেতা—বিশ্বনরকে অর্থাৎ সকল মানুষকে তিনি অন্যলোকে নিয়ে যান। অথবা বিশ্বনর তাঁর নেতা—সকল মানুষ বৈশ্বানর অগ্নিকে নানাবিধ কর্মে নিযুক্ত করে। ব্রাহ্মণগ্রন্থে আদিত্যকেই বৈশ্বানর বলা হয়েছে। আত্মবিদ্‌গণের মতে বৈশ্বানর শব্দের অর্থ - আত্মা।

সপ্তমী

यां रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूमिं पृथिवीमप्रमादम्।
सा नो मधु प्रियं दुहामथो उक्षतु वर्चसा ॥७॥

সংহিতাপাঠ ঃ

যাং রক্ষন্ত্যস্বপ্না বিশ্বদানীং দেবা ভূমিং পৃথিবীমপ্রমাদম্।
সা নো মধু প্রিয়ং দুহামথো উক্ষতু বর্চ্চসা।। ৭।।

পদপাঠ ঃ

যাম্ / রক্ষন্তি / অস্বপ্নাঃ / বিশ্বऽদানীম্ /
দেবাঃ / ভূমিম্ / পৃথিবীম্ / অপ্রऽমাদম্ /
সা / নঃ / মধু / প্রিয়ম্ / দুহাম্ /
অথো ইতি / উক্ষতু / বর্চসা।।

অন্বয় ঃ অস্বপ্নাঃ (নিদ্রাবিহীন) দেবাঃ (দেবগণ) যাম্ (যে) পৃথিবীম্ (বিস্তৃতা) ভূমিম্ (পৃথিবীকে) বিশ্বদানীম্ (সর্বদা) অপ্রমাদম্ (প্রমাদবিহীন হয়ে) রক্ষন্তি (রক্ষা করছেন) সা (সেই পৃথিবী) নঃ (আমাদের) প্রিয়ম্ (প্রিয়) মধু (মধু, আনন্দরস) দুহাম্ (দোহন করুন), অথো (এবং) বর্চসা (তেজের দীপ্তিতে) উক্ষতু (ভরিয়ে দিন)।।

বঙ্গানুবাদ ঃ নিদ্রাবিহীন দেবগণ সর্বদা প্রমাদবিহীন হয়ে যে বিস্তৃতা পৃথিবীকে রক্ষা করছেন, সেই পৃথিবী আমাদের জন্য প্রিয় মধু (অথবা মধুর প্রিয় আনন্দরস) ক্ষরিত করুন এবং তেজের দীপ্তি ছড়িয়ে দিন।।

Eng. Trans. : May the wide Earth, whom the sleepless gods always protect with flawless care, pour out for us tasteful mead and sprinkle (us) with lustre.

টিপ্পনী ঃ বিশ্বদানীম্— বিশ্বং সর্বং দদাতীতি বিশ্ব—√দা + ল্যুট্ স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। সবই যিনি প্রদান করেন এই অর্থে 'বিশ্বদানী' পৃথিবীর বিশেষণ। সায়ণ 'বিশ্বদানীম্' পদটিকে

ক্রিয়ার বিশেষণরূপে গ্রহণ করে অর্থ করেছেন 'সর্বদা' (তুলনীয় ঃ সর্বকালম্ — ঋ. সং ১।১৬৪।৪০)।

অষ্টমী

यार्णवेऽधि सलिलमग्र आसीद्यां मायाभिरन्वचरन्मनीषिणः।
यस्या हृदयं परमे व्योमन्त्सत्येनावृतममृतं पृथिव्याः।
सा नो भूमिस्त्विषिं बलं राष्ट्रे दधातूत्तमे ॥८॥

সংহিতাপাঠ ঃ

যার্ণবেঽধি সলিলমগ্র আসীৎ যাং মায়াভিরন্বচরন্ মনীষিণঃ।
যস্যা হৃদয়ং পরমে ব্যোऽমন্ৎসত্যেনাবৃতমমৃতং পৃথিব্যাঃ।
সা নো ভূমিস্ত্বিষিং বলং রাষ্ট্রে দধাতূত্তমে।। ৮।।

পদপাঠ ঃ

যা / অর্ণবে / অধি / সলিলম্ / অগ্রে / আসীৎ /
যাম্ / মায়াভিঃ / অনুऽঅচরন্ / মনীষিণঃ /
যস্যাঃ / হৃদয়ম্ / পরমে / বিऽওমন্ /
সত্যেন / আऽবৃতম্ / অমৃতম্ / পৃথিব্যাঃ /
সা / নঃ / ভূমিঃ / ত্বিষিম্ / বলম্ /
রাষ্ট্রে / দধাতু / উৎऽতমে।।

অন্বয় ঃ যা (যে পৃথিবী) অগ্রে (সৃষ্টির আদিতে) অর্ণবে অধি (সমুদ্রে) সলিলম্ (জলরূপে) আসীৎ (বর্তমানা ছিল)। যাম্ (যাঁকে) মনীষিণঃ (প্রাজ্ঞগণ) মায়াভিঃ (প্রজ্ঞাদ্বারা) অন্বচরন্ (অনুধাবন করেন), যস্যাঃ পৃথিব্যাঃ (যে পৃথিবীর) অমৃতম্ (অমৃতস্বরূপ) হৃদয়ম্ (হৃদয়) পরমে ব্যোমন্ (মহাশূন্যে) সত্যেন (সত্যদ্বারা) আবৃতম্ (আবৃত, ঢাকা আছে)। সা (সেই) ভূমিঃ (পৃথিবী) উত্তমে রাষ্ট্রে (উত্তম রাষ্ট্রের জন্য) নঃ (আমাদের মধ্যে) ত্বিষিম্ (তেজঃ) বলম্ (এবং বল) দধাতু (স্থাপন করুন)।।

বঙ্গানুবাদ ঃ সৃষ্টির অগ্রে যে পৃথিবী সলিলরূপা হয়ে অর্ণবলীন ছিলেন, মনীষীরা যাঁকে প্রজ্ঞা বা মননশক্তিদ্বারা অনুধাবন করেন, যে পৃথিবীর অমৃত হৃদয় পরমব্যোমে (মহাশূন্যে) সত্যের দ্বারা আবৃত, সেই ভূমি আমাদের মধ্যে উত্তম রাষ্ট্রের জন্য তেজ ও শক্তি নিহিত করুন।।

Eng. Trans. : Who in the days of yore, was in the form of water in the ocean, whom the wise ones realised

with their powers, the Earth whose immortal heart is in the highest heaven, encompassed with truth, may she, the Earth, bestow upon us lustre and grant us power in the highest dominion.

নবমী

यस्यामापः परिचराः समानीरहोरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति।
सा नो भूमिर्भूरिधारा पयो दुहामथो उक्षतु वर्चसा ॥९॥

সংহিতাপাঠ ঃ

যস্যামাপঃ পরিচরাঃ সমানীরহোরাত্রে অপ্রমাদং ক্ষরন্তি।
সা নো ভূমির্ভূরিধারা পয়ো দুহামথো উক্ষতু বর্চ্চসা।। ৯।।

পদপাঠ ঃ

যস্যাম্ / আপঃ / পরিঽচরাঃ / সমানীঃ /
অহোরাত্রে ইতি / অপ্রমাদম্ / ক্ষরন্তি /
সা / নঃ / ভূমিঃ / ভূরিঽধারা / পয়ঃ / দুহাম্ /
অথো ইতি / উক্ষতু / বর্চসা।।

অন্বয় ঃ যস্যাম্ (যে পৃথিবীতে) পরিচরাঃ (চতুর্দিকে প্রবাহিত) সমানী (সর্বজনভোগ্য) আপঃ (জল — প্রাণধারা) অহোরাত্রে (দিবারাত্রি) অপ্রমাদম্ (প্রমাদহীনভাবে) ক্ষরন্তি (ঝরে পড়ছে), সা (ধেনুরূপা) ভূমিঃ (পৃথিবী) ভূরিধারা (বহুধারায়) নঃ (আমাদের জন্য) পয়ঃ (দুগ্ধ) দুহাম্ (দোহন করুন)। অথো (এবং) বর্চসা (তেজদ্বারা) উক্ষতু (অভিষিঞ্চিত করুন)।।

বঙ্গানুবাদ ঃ যে পৃথিবীতে চতুর্দিকে প্রবাহিত সার্বভৌমিক জলরাশি দিবারাত্রি প্রমাদহীনভাবে ক্ষরিত হচ্ছে, (ধেনুরূপা) সেই পৃথিবী আমাদের জন্য বহুধারায় দুগ্ধ দোহন করুন। এবং তিনি তেজদ্বারা (আমাদের) অভিষিঞ্চিত করুন।।

Eng. Trans. : In whom the universal waters moving all-around, flow down ceaselassly day and night. May she, the earth pour down milk in many streams and sprinkle (us) with lustre.

টিপ্পনী ঃ পরিচরাঃ— পরি (পরিতঃ) চরঃ (বিচরণশীল) —চতুর্দিকে প্রবাহিত। জলের বিশেষণ।

অথো— অথ উ। উ-যোগে অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না, কিন্তু পদটি ও-কারান্ত হয়ে 'ওৎ' সূত্রের দ্বারা প্রগৃহ্য পদে পরিণত হয়েছে, ফলস্বরূপ পদপাঠে ইতির প্রয়োগ হয়েছে।

দশমী

यामश्विनावमिमातां विष्णुर्यस्यां विचक्रमे।
इन्द्र यां चक्र आत्मनेऽनमित्रां शचीपतिः।
सा नो भूमिर्वि सृजतां माता पुत्राय मे पयः ॥१०॥

সংহিতাপাঠ ঃ

যামশ্বিনাবমিমাতাং বিষ্ণুর্যস্যাং বিচক্রমে।
ইন্দ্রো যাং চক্র আত্মনেঽনমিত্রাং শচীপতিঃ।
সা নো ভূমির্বি সৃজতাং মাতা পুত্রায় মে পয়ঃ।।১০।।

পদপাঠ ঃ

যাম্ / অশ্বিনৌ / অমিমাতাম্ / বিষ্ণুঃ / যস্যাম্ / বিऽচক্রমে/
ইন্দ্রঃ / যাম্ / চক্রে / আত্মনে / অনমিত্রাম্ / শচীপতিঃ /
সা / নঃ / ভূমিঃ / বি / সৃজতাম্ / মাতা / পুত্রায় / মে / পয়ঃ।।

অন্বয় ঃ যাম্ (যে পৃথিবীকে) অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) অমিমাতাম্ (পরিমাপ করেছিলেন), যস্যাম্ (যে-পৃথিবীতে) বিষ্ণুঃ (বিষ্ণু) বি-চক্রমে (পদবিক্ষেপ করেছিলেন), শচীপতিঃ ইন্দ্রঃ (শচীপতি ইন্দ্র) যাম্ (যাঁকে) অনমিত্রাম্ (শত্রুহীন) চক্রে (করেছেন) সা ভূমিঃ (সেই পৃথিবী) নঃ (আমাদের) মাতা (জননী) মে পুত্রায় (আমার পুত্রের জন্য) পয়ঃ (দুগ্ধ) বিসৃজতাম্ (বহুধারায় প্রবাহিত করুন)।।

বঙ্গানুবাদ ঃ অশ্বিনীকুমারদ্বয় যে পৃথিবীকে পরিমাপ করেছেন, বিষ্ণু যে পৃথিবীতে পাদন্যাস করেছেন, শচীপতি ইন্দ্র যে পৃথিবীকে শত্রুহীন করেছেন, সেই ভূমি আমাদের জননী, আমার সন্তানের জন্য বহুধারায় দুগ্ধ (জল) বর্ষণ করুন।।

Eng. Trans. : Whom the Aśvinas have measured out; upon whom Viṣṇu took his strides; Indra, the lord of power, made it foeless for himself. May this Earth pour out her milk for us, just as mother for her son.

টিপ্পনী ঃ দেবগণের দ্বারা সুরক্ষিত আমাদের জননী পৃথিবী। অশ্বিনীকুমারদ্বয় ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ যমজ দেবতা, রাত্রি ও দিনের সন্ধিক্ষণে তাঁদের আবির্ভাব, সেই সঙ্গে পৃথিবীর জেগে ওঠা। বিষ্ণু পরবর্তী সময়ে স্বতন্ত্র দেবতারূপে প্রসিদ্ধ হলেও ঋগ্বেদে তিনি সূর্যেরই বিশিষ্টরূপ। পূর্বগগন থেকে পশ্চিমগগন পর্যন্ত পরিক্রমা পথে তাঁর ত্রিপাদ বিক্ষেপের কথা ঋগ্বেদের অন্যত্র-ও পাওয়া যায়— 'ত্রেধা নিদধে পদম্' (১।২২।১৭) ইত্যাদি।

শচীপতিঃ— শচীশব্দের সায়ণ অর্থ করেছেন 'শক্তি'। শক্তির অধীশ্বর ইন্দ্র পৃথিবীকে শত্রুমুক্ত করেছেন। পরবর্তী সময়ে পৌরাণিক ইন্দ্রের ক্ষেত্রে শচী ইন্দ্রের পত্নীর নাম।

অনমিত্রাম্— পৃথিবীর বিশেষণ। শত্রুবিহীন পৃথিবী। ন মিত্রম্ অমিত্রম্ = নঞ্ তৎপুরুষ। নাস্তি অমিত্রং যস্যাঃ তাম্ = বহুব্রীহি সমাস।